আমি সেই ঘর খুঁজি

অমিমেষ চট্টোপাধ্যায়

ইটের ওপরে ইট সাজিয়ে সাজিয়ে
কখনো সখনো মাটি দিয়ে
খেলাঘর গড়তাম, এখনো তো গড়ি বুকের ভেতরে।
অথচ আমার ঘর নেই।

বুকের ভেতরে সব সময় জলোচ্ছ্বাস ভূমিকম্প ঝড়
তাহলে কোথায় ঘর বাঁধি? জনাকীর্ণ শহরে নানাবর্ণ
প্রাসাদের ভীড়
কিংবা ময়ূরাক্ষী-তীরে মখমলের চাদর জড়ানো কোন গাঁয়ে।
দেখা যাবে বুকের বাড়ীকে?
দেখা যাবে বুকের নারীকে?
আমি সেই ঘর খুঁজি যেখানে কেবল
এক কাপ গরম চায়ের মত ভালবসা আছে।

প্রাক্তন

বিশ্বজিৎ জানা

দিদি, সেই ছেলেটা আজও দাঁড়িয়েছিল আসার পথে
পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি কোন মতে।

দিদি, সেই ছেলেটা স্কুলের কাছে রোজই আসে
শুনেছি; ও না কি আমায় ভালোবাসে!
আজ আমি দেখেছি তার হাতে লেখা 'পি' প্লাস 'সি'
দিদি, তোর আমার নামের প্রথম অক্ষর একই 'সি'।

দিদি, সেই ছেলেটার চোখ দুটো কী সুন্দর গভীর
এক দিঘি কালো জল সুস্থির।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ডুব দিই ওই কালো জলে
এক ডুব...দুই ডুব... ডুবে ডুবে পরিশ্রান্ত; তলিয়ে যাই তলে।

দিদি, আজকে আমি যা শুনেছি তা কি সব ঠিক?
সেই ছেলেটা তোর না কি বিগত প্রেমিক!

জঙ্গল চাঁদ

প্রফুল্ল পাল

এটা একটা প্রেমের কবিতা হয়ে উঠতে পারতো
কিন্তু আমি জঙ্গল আর চাঁদকে বুঝতে না পারায়
এমনকি আমি কোন নারী শরীরের সঠিক ভাষা
না বুঝতে পারায় কবিতাটি প্রেমের কবিতা হোল না।

সে না হয় হোল, তবু চোখ বন্ধ করলেই চোখে ভাসে
সেই বনজ্যোৎস্না, বনজ্যোৎস্না না বুনো জ্যোৎস্না
এটা যদি বুঝতে পারতাম হঠাৎ ওঠা বাতাসের সঠিক গন্ধ
আর এক নারীর মৃদু স্পর্শ বুঝতে আদৌ অসুবিধা হোত না।

আমি এযাবৎ কোন নারীকে খুলে দেখিনি তেমন করে
জ্যোৎস্না মিশিয়ে শিশির মাখাতে পারিনি কোন প্রেমিকাকে
স্বপ্নের ভেতর চোখে চোখ রেখে তেমন কিছু বলতে পারিনি আমি
তাই এই কবিতা বিরক্তি নিয়ে মরে গেছে প্রেমের কবিতা থেকে।

অথচ জঙ্গল চাঁদ ও নারী এই অক্ষরেখায় এসে গেল
শিশিরবিন্দুতেও প্রেমের কবিতা উঁকি মারতে পারত এটা জানা নেই।

কাগজ চাপা

বাসুদেব দেব

থাক তা হলে কাগজ চাপা থাক
আমার যত আঁকি-বুঁকি গেরস্থালি টুকিটাকি
বসন্ত কাল সেই যে রাঢ়ের মাঠ
সেই যে আমার বাচালতা নুয়ে পড়া একটি লতা
অন্ধকারে হঠাৎ তোমার ডাক
সেই যে বাংলো বাড়ির রাতে চুলের গন্ধ বৃষ্টিপাতে

থাক না ওসব কথা আজকে থাক...।

ছলনা

সুরজিৎ ঘোষ

নাকের পাথরে হীরের কুচির টান
ওই মেয়েটির কাছ থেকে সাবধান
নিচু চাপা গলা, দু'চোখে ছুরির ধার
ও না কি জানত ভালো মুর্সিদি গান!

আমার টেবিল বহুদিন এলোমেলো
হিসেব রাখিনি যে কখন এল গেল
হঠাৎ দুপুরে দেখি সেই মেয়ে এসে
এক গ্লাস জলে আমাকেই গুলে খেল।

সেই থেকে খুব হয়ে আছি গুটিসুটি
এবারে আসলে ধরবই চেপে মুঠি
জানি লজ্জায় নত হয়ে যাবে চোখ
আমারি গলায় জড়াবে ওহাত দু'টি।

সৃষ্টিসন্ধান